সমকাল

তারিখ . 03. FEB. 2014. ...
পৃষ্ঠা ...1... কলাম...2......

শিক্ষার্থীদের ওপর অস্ত্র হাতে চড়াও পুলিশ-ছাত্রলীগ

সাংবাদিকসহ আহত শতাধিক

■ শামীম রাহমান, *রাবি*

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশ ও ছাত্রলীগ কর্মীরা রোববার দফায় দফায় হামলা চালিয়েছে। প্রথমে ছাত্রলীগ কর্মীরা আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর অস্ত্র হাতে চড়াও হয়। পরে পুলিশ রাবার বুলেট, টিয়ার গ্যাসের শেল ও ছররা গুলি ছোড়ে। এ সময় ছাত্রলীগ কর্মীরাও গুলি করে বলে অভিযোগ রয়েছে। এতে পাঁচ সাংবাদিকসহ শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। গতকাল হামলার প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে কয়েকটি ভবনে ভাঙচুর চালিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। ছাত্রলীগ অস্ত্র হাতে হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছে। রাতে সিন্ডিকেটের জরুরি সভায় বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকাল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আজ সকাল ৮টার মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের হলত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ক্যাম্পাসের বাইরে মোতায়েন করা হয়েছে বিজিবি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বর্ধিত ফি স্থগিতের ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে এবং সান্ধ্যকালীন কোর্স বন্ধের দাবিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শত শত শিক্ষার্থী গতকাল সকাল ১০টা থেকে প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান করছিলেন। প্রশাসনিক ভবনের প্রধান ফটকে তালা লাগিয়ে তারা বর্ধিত ফি বাতিল ও সান্ধ্য কোর্স বন্ধের দাবিতে স্লোগান দিচ্ছিলেন। এমন সময় ৪০-৫০ নেতাকর্মী নিয়ে সমাবেশস্থলে হাজির হন রাবি ছাত্রলীগের সভাপতি মিজানুর রহমান রানা ও সাধারণ সম্পাদক তৌহিদ আল হোসেন তুহিন। ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা সমাবেশস্থলে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে বিকট শব্দে ৮ থেকে ১০টি ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটে। শুরু হয় পুলিশি অ্যাকশন। তারা আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর রাবার বুলেট ও টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে। পুলিশের পাশাপাশি ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরাও চড়াও হয়। শিক্ষার্থীরা জানায়, ছাত্রলীগের কর্মীরা তাদের লক্ষ্য করে

■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৪

শিক্ষার্থীদের ওপর অস্ত্র হাতে চড়াও পুলিশ-ছাত্রলীগ

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

গুলি চালায়। তারা সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। রণক্ষেত্রে পরিণত হয় ক্যাম্পাস। আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। তারা এদিক-সেদিক ছোটাছুটি শুরু করেন। পুলিশের রাবার বুলেটে আহত হন অনেকেই। কেউ কেউ দৌড়াতে গিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

আহতদের মধ্যে ২৭ জনকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন– গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী মাহফুজা মায়া, রাজীব, রুবেল; আইন বিভাগের তান্নিন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের তৌহিদ, জাহিদ, অমিত, আশিক, রশিদ, রুবেল পারভেজ, আবু সুফিয়ান, পরাগ, রবিউল ইসলাম, রাখী, লতিফ, নজরুল, সাজু, সোহেল রানা, হামিদুল ও আনোয়ার হোসেন।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, পুলিশ ও ছাত্রলীগ এ হামলা চালিয়েছে। এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন রাবি ছাত্রলীগের সভাপতি। ছাত্রলীগ দাবি করেছে, শিবির পরিস্থিতি উস্কে দিচ্ছে। তারা অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চায়।

নগর পুলিশের উপ-কমিশনার প্রলয় চিসিম জানান, সকাল থেকে ক্যাম্পাসে পুলিশ শান্তিপূর্ণ অবস্থানে ছিল। ছাত্রলীগের মিছিল বের হওয়ার পর আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তাদের ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এরপর পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা নিয়েছে।

আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক আবদুল্লাহ আল মুঈজ বলেন, 'প্রশাসন আমাদের আন্দোলন দমাতে ছাত্রলীগ ও পুলিশকে লেলিয়ে দিয়ে হামলা চালিয়েছে। আমরা এ নগ্ন হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক তারিকুল হাসান বলেন, 'আন্দোলনে শিবিরের নেতাকর্মীরা অংশ নিয়ে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি তৈরি করেছিল। তাই আমরা পুলিশের সহায়তায় তাদের সরিয়ে দিয়েছি।' তিনি আরও বলেন, 'ক্যাম্পাসে যে কোনো ধরনের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি প্রতিরোধে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মিজান উদ্দিন বিডিনিউজকে বলেন, একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে গেছে। পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

ক্যাম্পাসে ভাঙচুর : হামলার প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসের বিভিন্ন একাডেমিক ভবন ও গাড়ি ভাঙচুর করেছে। দুপুর ২টার দিকে শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয় বিজ্ঞান ভবনের সামনে শিক্ষকদের দুটি গাড়ি ভাঙচুর করে। একই সময় বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা রবীন্দ্র ও মমতাজ উদ্দিন কলাভবনের বিভিন্ন জানালার কাচ ভাঙচুর করে। এ ছাড়া ভবনের বিভিন্ন অংশে তারা ভাঙচুর চালায়। দুপুর আড়াইটার দিকে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবেরি ভবনে (শিক্ষকদের আবাসিক ভবন) ভাঙচুর চালিয়েছে। বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা ভাঙচুরের পাশাপাশি ইটপাটকেলও নিক্ষেপ করে।

হামলার শিকার সাংবাদিকরাও : পুলিশ ও বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের হামলা থেকে বাদ যাননি সাংবাদিকরাও। পুলিশের রাবার বুলেট ও শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে পাঁচ সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তারা হলেন– স্থানীয় দৈনিক নতুন প্রভাতের ফটোসাংবাদিক গুলজার জুয়েল, সোনার দেশের ফটোসাংবাদিক শামস রুমি, ফ্লাশনিউজের ফটোসাংবাদিক স্পর্শ দীপ, রাজশাহীর আলোর ফটোসাংবাদিক শামীম হোসেন, ঢাকা ট্রিবিউনের রাবি প্রতিনিধি নাজিম মৃধা ও শীর্ষ নিউজের রাবি প্রতিনিধি জাকির হোসেন। এর মধ্যে নতুন প্রভাতের ফটোসাংবাদিক গুলজার জুয়েলের ডান পা ভেঙে গেছে।

সাধারণ ছাত্রদের মারধর করা হলেও পুলিশ নীরব কেন– জানতে চাইলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন রাজশাহী পুলিশের পূর্ব জোনের কমিশনার প্রলয় চিসিম। এ সময় কয়েকজন পুলিশ সদস্য এগিয়ে এসে দুই সাংবাদিককে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন এবং লাঠিপেটা শুরু করেন।

পুলিশ কমিশনার প্রলয় চিসিম পরে বিডিনিউজকে বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নির্দেশেই আমরা অ্যাকশনে গেছি।' এদিকে, পাঁচ সাংবাদিক আহত হওয়ার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন সহকারী প্রক্টর এবং পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি, বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস ক্লাব ও বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার্স ইউনিটি।

সাংবাদিক সমিতির সভাপতি শাকির আহমেদ বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও পুলিশ আজ যে ভূমিকা নিয়েছে, আমরা তার নিন্দা জানাই। আমরা তিন সহকারী প্রক্টর এবং পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক বখতিয়ার আহমেদ বলেন, 'যেভাবে আজ হামলা হলো, সেটা নজিরবিহীন।'

ছাত্রলীগের শোডাউন : আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার পর ক্যাম্পাসে অস্ত্র নিয়ে শোডাউন করেছে ছাত্রলীগ। ছাত্রলীগের শোডাউনে ক্যাম্পাসে আরও বেশি আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রলীগের দাবি, শিবিরকর্মীদের ক্যাম্পাস থেকে তাড়ানোর জন্য শোডাউন করা হয়েছে। শোডাউনে অস্ত্র ব্যবহারের বিষয়টি পুরোপুরি এড়িয়ে যান ছাত্রলীগ সভাপতি মিজানুর রহমান।

এ প্রসঙ্গে রাবি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তৌহিদ আল হোসেন তুহিন বলেন, 'আমরা শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করছিলাম। মিছিলটি সমাবেশস্থলে পৌঁছালে আন্দোলনকারীদের মধ্যে কয়েকজন আমাদের ওপর ককটেল হামলা চালায়। বাধ্য হয়ে আমাদের নেতাকর্মীরাও আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা চালিয়েছে। ছাত্রলীগ কোনো সাধারণ শিক্ষার্থীর ওপর হামলা চালায়নি। যাদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে, তারা সবাই শিবিরকর্মী।'

বর্ধিত ফি বাতিল : শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বর্ধিত ফি বাতিল করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। গতকাল জনসংযোগ দফতর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এর আগে শনিবার এই ফি কার্যকর স্থগিত করা হয়েছিল।

রাবি ক্যাম্পাসের বাইরে বিজিবি : যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে ক্যাম্পাসে পুলিশের পাশাপাশি র‍্যাব ও দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এ ছাড়া ক্যাম্পাসের বাইরে তিন প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত তারা বাইরে অবস্থান নিয়ে দায়িত্ব পালন করবেন বলে জানিয়েছেন রাজশাহী বিজিবির ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা।

ফের ধর্মঘটের ডাক : দুপুর আড়াইটার দিকে আবারও শিক্ষার্থীরা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে এসে সমাবেশে মিলিত হন। এ সময় পুলিশ কোনো বাধা না দিলে শিক্ষার্থীরা সেখানে সমাবেশ করে হলে ফিরে যান। তাদের সঙ্গে গ্রন্থাগারের ভেতরে অবস্থানকারী শিক্ষার্থীরাও হলে ফিরে যান। সমাবেশ শেষে শিক্ষার্থীরা আগের দাবিসহ হামলাকারীদের বিচারের দাবিতে আজ সোমবার থেকে সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। রোববার সিন্ডিকেটের এক জরুরি বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক আমজাদ হোসেন সমকালকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। শিক্ষার্থীদের সোমবার সকাল ৮টার মধ্যে আবাসিক হল ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিকে প্রগতিশীল ছাত্রজোটের সংগঠক আবদুল্লাহ আল মুঈজ জানান, বিশ্ববিদ্যালয় খুললেই সান্ধ্যকালীন কোর্স বাতিলের দাবিতে ফের আন্দোলন চলবে।